অধ্যায়-০৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২০-২০২১ ২০
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ ২০
২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন ২১
২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি ২১
২০২০-২০২১ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন ২২
বিগত ১২ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ২৩
নতুন প্রকল্প ২৩

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০২০-২০২১

সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়ন করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের অনুকূলে নির্ধারিত পরিমাণ বরাদ্দ পেয়ে থাকে। এ বরাদ্দের ভিত্তিতে প্রকল্পসমূহের বছরভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

গত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডি সর্বমোট ১২৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশোধিত এডিপিতে সর্বমোট ১৭,০০০.২২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়াও অন্যান্য ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৯টি প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সুচারুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করা হয়। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে কী কী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে কৌশলগত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তার কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা করা হয়।

এ অধ্যায়ে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নচিত্র, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের বিবরণ, ২০০৯-২০১০ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা। এতে সংস্থার একবছরের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করা হয়। প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলাফল কর্মসম্পাদন সূচকের মানের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়। কার্যক্রমসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়ন করলে তার পূর্ণমান হবে ১০০। কার্যক্রম বাস্তবায়নে অধিকতর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে সরকার গত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে এপিএ বাস্তবায়ন করছে। প্রতি অর্থবছরে জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব এবং সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবগণের মধ্যে পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই ভাবে সচিবগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সংস্থা প্রধানগণের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সংস্থা প্রধানগণ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে এপিএ স্বাক্ষর করেন। এর অংশ হিসেবে ২০২০ সালের ২৬ জুলাই এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী ৬৪ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সঙ্গে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য পৃথক পৃথক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছর শেষে এপিএ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের মূল্যায়নে এলজিইডির অর্জিত মান শতকরা ৯৯.৯৮ ভাগ।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ খান জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের সঙ্গে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা হস্তান্তর করছেন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বার্ষিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন (আশিংক) ২০২০-২০২১

ক্র. নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান: অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৭	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	১
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/ বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এডিপি/বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			৯৮.৮৪	৯৯	১.৯৮
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিস্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০		৮০	১০০	১
				[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিস্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫		৫০	১০০	১
			[এম.৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১			০৫-১২-২০২০	১০০	১
													মোট সংযুক্ত স্কোর:	৯৯.৯৮

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডির অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) মোট বরাদ্দ ছিল ১৩,৮১৯.৩৭ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে এ অর্থ দাঁড়ায় ১৭,০০০.২২ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয় ১৫,১২২.৬৮ কোটি টাকা, যার মধ্যে এলজিইডি ১৪,৮৬৫.৪৩ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে। অবমুক্তকৃত অর্থের ভিত্তিতে এডিপি বাস্তবায়নের শতকরা হার ৯৮.৩০ ভাগ। ১২৫টি বিনিয়োগ ও ৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ বরাদ্দ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে গত অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে কিছুটা বিঘ্নিত হলেও এলজিইডির এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতি (৮২.২১%) এর চেয়ে বেশি। ১২৮টি প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চিত্র **পরিশিষ্ট-ক** তে দেওয়া হলো। প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩০টি প্রকল্প শেষ হয়েছে (সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা: পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য)।

ছক-৩.১: সেক্টরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%)
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৯৩	১২,৯৪৮.১৩	১১,৪৩৩.০০	১১,২৭৯.৬৩	৯৮.৬৫
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	৩১	৩,৭১১.৪৯	৩,৩৮৩.০৮	৩,২৮৭.৫৮	৯৭.১৭
কৃষি (সাব সেক্টর: সেচ)	৩	৩৩২.০০	২৯১.০০	২৯১.৯২	৯৯.৯৭
জনপ্রশাসন	১	৮.৬০	৮.৬০	৭.৩০	৮৪.৮৮
মোট	**১২৮**	**১৭,০০০.২২**	**১৫,১২২.৬৮**	**১৪,৮৬৫.৪৩**	**৯৮.৩০**

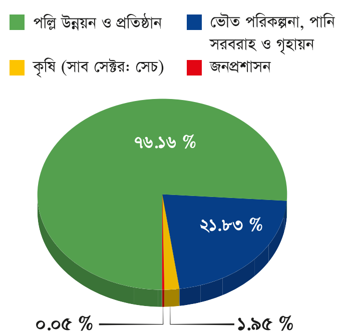

চিত্র-৩.১: সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের সেক্টরভিত্তিক শতকরা হার

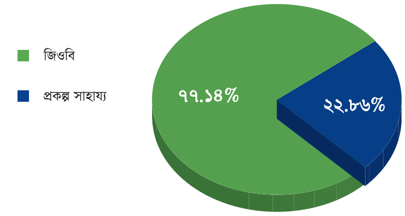

চিত্র-৩.২: সংশোধিত এডিপিতে সরকারি তহবিল ও প্রকল্প সাহায্যের অনুপাত

১২৮টি প্রকল্পে মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা ১০২টি এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ২৬টি। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দকৃত ১৭,০০০.২২ কোটি টাকার মধ্যে জিওবি বরাদ্দ ছিলো ১৩,১১৪.৪৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ৩,৮৮৫.৭৫ কোটি টাকা; অর্থাৎ মোট সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের শতকরা ৭৭.১৪ ভাগ সরকারি তহবিল এবং শতকরা ২২.৮৬ ভাগ প্রকল্প সাহায্য।

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে অর্জিত ভৌত অগ্রগতি

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪টি সেক্টরে মোট ১২৮টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৮.৮৪ ভাগ। পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের ৯৩টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে ৯৮.৯৬ শতাংশ। এক্ষেত্রে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে বাস্তবায়িত ৩১টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৮.৩৭ ভাগ। কৃষি ও জনপ্রশাসন খাতের ৩টি ও ১টি প্রকল্পের গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে যথাক্রমে ১০০ ও ৯২.২৩ শতাংশ। প্রকল্পভিত্তিক ১২৮টি প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র **পরিশিষ্ট-'ক'** তে দেখানো হলো।

ছক-৩.২: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নের ভৌত অগ্রগতি

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি (%)
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৯৩	৯৮.৯৬
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	৩১	৯৮.৩৭
কৃষি (সাব সেক্টর: সেচ)	৩	১০০
জনপ্রশাসন	১	৯২.২৩
মোট	**১২৮**	**৯৮.৮৪**

২০২০-২০২১ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন

নিজস্ব মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি এলজিইডি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে এলজিইডি, সংশোধিত এডিপিতে যার মোট বরাদ্দ ছিল ৩,৩১২.৮০ কোটি টাকা। এই বরাদ্দের মধ্যে ৩,২৮২.৭১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এসব কাজের মোট গড় ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ১০০ ভাগ ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে শতকরা ৯৯.০৯ ভাগ। প্রকল্পভিত্তিক কাজের বিবরণ **পরিশিষ্ট-গ** তে দেখানো হলো।

ছক-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(কোটি টাকা)

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	প্রকল্পের সংখ্যা	২০২০-২০২১ অর্থবছরে		অগ্রগতি %	
			বরাদ্দ	ব্যয়	ভৌত	আর্থিক
১	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	১	৩০.০০	২৯.৯৭	১০০	৯৯.৯১
২	পল্লী উন্নয়ন বিভাগ	১	৪৭.২১	৩৭.২১	১০০	৭৮.৮২
৩	ভূমি মন্ত্রণালয়	১	১২০.০০	১১৬.৮৯	১০০	৯৭.৪১
৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	১৫.০১	৮.৫২	১০০	৫৬.৮০
৫	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	১০৮.০০	১০৭.৪০	১০০	৯৯.৪৫
৬	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩	২,৯৯২.৫৮	২,৯৮২.৭২	১০০	৯৯.৬৭
	মোট	৯	৩,৩১২.৮০	৩২৮২.৭১	১০০	৯৯.০৯

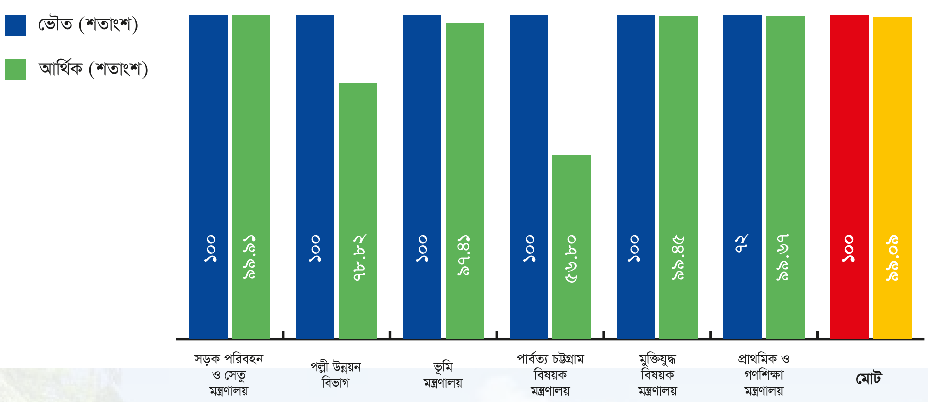

চিত্র-৩.৩: অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের অগ্রগতি

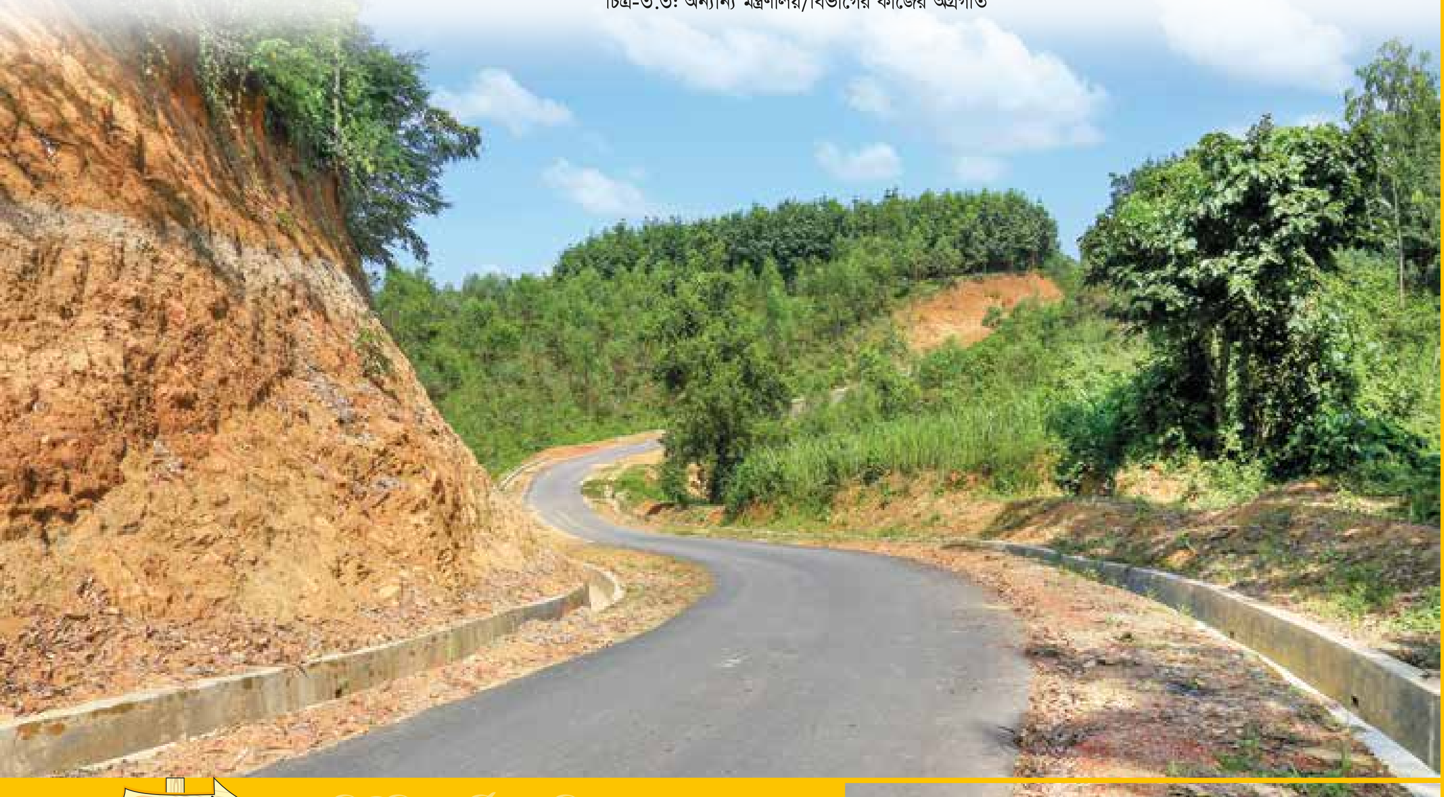

বিগত ১২ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২০-২০২১) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের রয়েছে ধারাবাহিক সাফল্য। গত বারো বছরের (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২০-২০২১) এডিপির সংশোধিত বরাদ্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিবছর এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে এই বরাদ্দ ছিল ৩,৯১৯.৬২ কোটি টাকা যেখানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বরাদ্দ ১৭,০০০.২২ কোটি টাকা। বিগত বারো বছরে এলজিইডির অনুকূলে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে চার গুণেরও বেশি (৪৩৩.৭২%)।

ছক-৩.৪: অর্থবছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	ব্যয়
০৯-১০	৩,৯১৯.৬২	৩,৮৩৬.৬২
১০-১১	৩,৮৮৩.০৫	৩,৮৫৩.৪৯
১১-১২	৪,৩৫০.৮১	৪,২১২.৯০
১২-১৩	৫,৭৩৮.১৮	৫,৬৬৯.৯১
১৩-১৪	৬,১০৭.১১	৬,০৪৬.১৪
১৪-১৫	৭,৯৬৭.১৭	৭,৯০৩.৬২
১৫-১৬	৮,৯৫৩.৩২	৮,৯০০.২৮
১৬-১৭	১০,৮১৯.৫০	১০,৬৬৬.৯১
১৭-১৮	১১,৮৭৯.৫৭	১১,৮৩২.১৯
১৮-১৯	১৩,০৭৫.৫৭	১২,৯৯৫.১৫
১৯-২০	১৪,৯৫৭.৫৫	১৩,১৪৬.৭০
২০-২১	১৭,০০০.২২	১৪,৮৬৫.৪৩

চিত্র-৩.৪: এডিপি বরাদ্দের ক্রমবৃদ্ধি

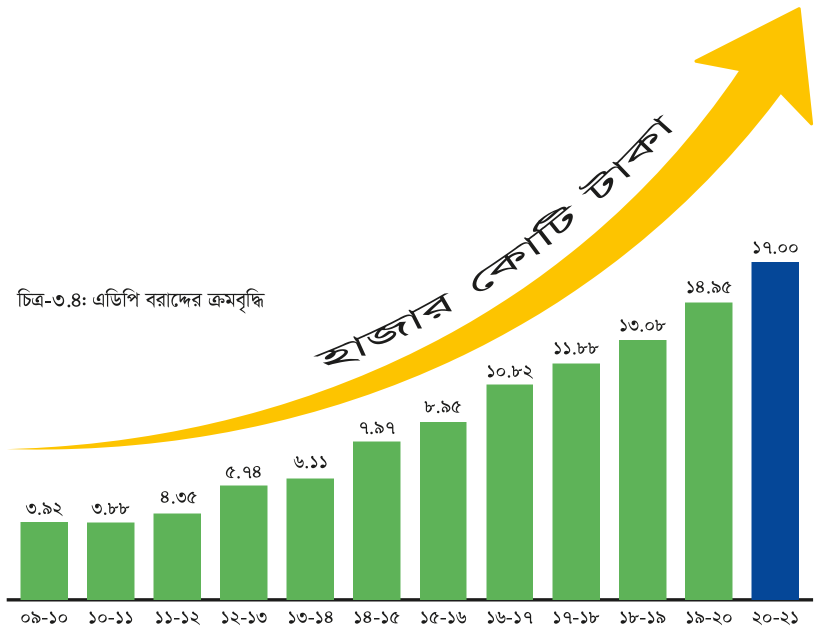

এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিগত ১২ বছরের মধ্যে ৬ বছরই শতকরা ৯৯ ভাগ বা তার বেশি সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ৯৯ শতাংশের নিচে কিন্তু ৯৮ শতাংশের ওপরে সাফল্য এসেছে ৩ বছর এবং ৯৮ শতাংশের নিচে ৩ বছর। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর কারণে পূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়ন কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে।

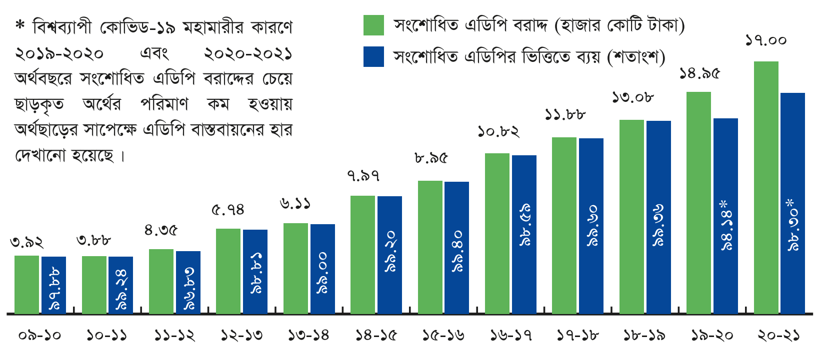

চিত্র-৩.৫: অর্থবছর ভিত্তিক বিগত ১২ বছরের এডিপি বাস্তবায়ন হার

নতুন প্রকল্প

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৮টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মধ্যে ১৭টি উন্নয়ন ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। এসবের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৭টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং বৈদেশিক সহায়তায় ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের ১০টি এবং ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ৭টি।
(প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-ঘ দ্রষ্টব্য)।

ছক-৩.৫: ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন বিনিয়োগ প্রকল্প

(কোটি টাকা)

সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	প্রকল্প ব্যয়
পল্লি উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	১১	১৪,০২১.৬৬
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	৭	৪৫৫.৯৮
মোট	১৮	১৪,৪৭৭.৬৪

অধ্যায়-০৪

২০২০-২০২১ অর্থবছর: ভৌত অর্জন

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন ২৬
- সড়ক উন্নয়ন ২৬
- সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ২৭
- সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ ২৭
- গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন ২৭
- ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ২৮
- উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ ২৮
- সামাজিক অবকাঠামো ২৮
- বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার ২৯
- ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ ২৯
- বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা ২৯

নগর উন্নয়ন-২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন ৩০
- সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ফুটপাত নির্মাণ ৩০
- বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ ৩০
- ড্রেন ৩১
- সেতু/কালভার্ট ৩১
- কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ৩১
- সড়কবাতি ৩২
- পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন ৩২
- কিচেন/মাল্টি-পারপাস মার্কেট ৩২
- সাইক্লোন শেল্টার ৩৩
- খাল খনন ও পুনর্খনন ৩৩
- কবরস্থান/শ্মশান উন্নয়ন ৩৩
- বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন ৩৪
- স্বল্পমূল্যের টেকসই আবাসন ৩৪
- পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস ৩৪
- পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ৩৫
- পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র ৩৫
- কমিউনিটি সেন্টার ৩৫

পানি সম্পদ উন্নয়ন-২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন ৩৬
- খাল/পুকুর খনন ও পুনর্খনন ৩৬
- বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ ৩৬
- রেগুলেটর নির্মাণ ৩৭
- আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ৩৭
- ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার ৩৭

এলজিইডির ১২ বছরের অর্জন: একটি পর্যালোচনা ৩৮

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম অনুসঙ্গ। বাংলাদেশে শক্তিশালী গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর আওতায় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পল্লি সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের ফলে পল্লি অঞ্চলের পরিবহন যোগাযোগে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের নির্ধারিত গন্তব্যে যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে।

গ্রামীণ হাটবাজার ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত কৃষি ও অকৃষি পণ্য বিপণন-সুবিধা এবং ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি গ্রামাঞ্চলের প্রবেশগম্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সড়ক নির্মাণ করলেও বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী শক্তিশালী গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কাজ করছে।

গ্রামীণ জনপদের মানুষের সেবাপ্রাপ্তি সহজ করতে এলজিইডি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং দুর্যোগকালীন মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করছে। পরিবেশ সুরক্ষায় সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন করছে। এসব বহুমুখী কার্যক্রমের ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

সড়ক উন্নয়ন

মোট ৩,৩২২ কি.মি.

উপজেলা সড়ক	ইউনিয়ন সড়ক	গ্রাম সড়ক
৪৩৪ কি.মি.	৭০২ কি.মি.	২,১৮৬ কি.মি.

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত সড়ক ব্যতীত দেশে বিদ্যমান সকল শ্রেণির সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর ন্যস্ত। এলজিইডি উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক এবং গ্রাম সড়ক (টাইপ-এ ও ২ কিলোমিটার পর্যন্ত টাইপ-বি)– এই তিন শ্রেণির সড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় বর্তমানে সড়কের মোট দৈর্ঘ্য ৩,৫৩,৩৫২ কিলোমিটার, যার মধ্যে ১,৩১,৮৫১ কিলোমিটার অর্থাৎ ৩৭.৩১ শতাংশ পাকা সড়ক হিসেবে উন্নীত হয়েছে।

ছক-৪.১: শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সড়কের অবস্থা

ক্রমিক নং	সড়কের শ্রেণি	সড়কের সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কি.মি.)		
			মোট	পাকা সড়ক	কাঁচা সড়ক
১	উপজেলা সড়ক	৪,৭৩৭	৩৬,৮৭৬	৩৪,০২২	২,৮৫৪
২	ইউনিয়ন সড়ক	৮,০৫১	৪১,৭৮১	৩১,০৬০	১০,৭২১
৩	গ্রাম সড়ক -এ	৪৮,৫৫১	১,২৮,৫৪১	৪৩,৪৭৭	৮৫,০৬৪
৪	গ্রাম সড়ক -বি (⩾২ কি.মি.) (এলজিইডি)	২৮,৪০২	৮৩,০৬৭	১১,৩৫৩	৭১,৭১৪
৫	গ্রাম সড়ক -বি (এলজিআই)	৬১,৫৬৬	৬৩,০৮৭	১১,৯৩৯	৫১,১৪৮
মোট		১,৫১,৩০৭	৩,৫৩,৩৫২	১,৩১,৮৫১	২,২১,৫০১

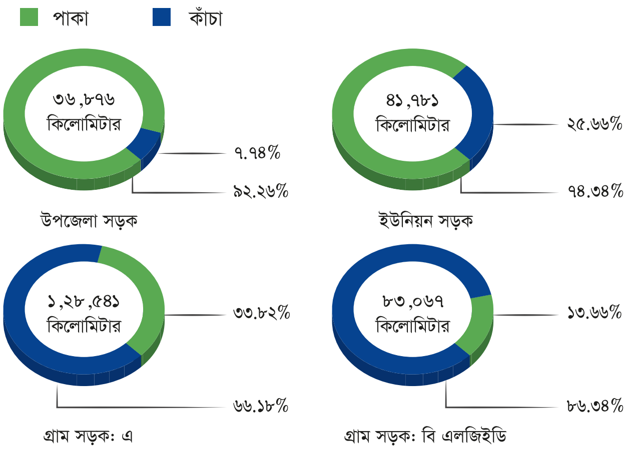

চিত্র-৪.১: শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী সড়ক উন্নয়ন চিত্র

২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডি একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৩,৩২২ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন করেছে। এর মধ্যে উপজেলা সড়ক ৪৩৪ কিলোমিটার, ইউনিয়ন সড়ক ৭০২ কিলোমিটার এবং গ্রাম সড়ক ২,১৮৬ কিলোমিটার। এই উন্নয়নের ফলে মোট ৩৬,৮৭৬ কিলোমিটার উপজেলা সড়কের মধ্যে ৩৪,০২২ কিলোমিটার অর্থাৎ শতকরা ৯২.২৬ ভাগ, ৪১,৭৮১ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়কের মধ্যে ৩১,০৬০ কিলোমিটার অর্থাৎ শতকরা ৭৪.৩৪ ভাগ এবং গ্রাম সড়ক-এ ও গ্রাম সড়ক-বি (২ কি.মি. পর্যন্ত) এর ক্ষেত্রে মোট দৈর্ঘ্যের যথাক্রমে ৩৩.৮২ ও ১৩.৬৭ শতাংশ পাকা সড়ক হিসেবে উন্নীত হয়েছে।

সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

সেতু/কালভার্ট ২৩৭টি (দৈর্ঘ্য ১৩,৭৩৭ মিটার)

১০০ মিটার ও এর উর্ধ্বে	১০০ মিটারে নিচে
দীর্ঘ সেতু ১৬টি	সেতু ২২১টি
দৈর্ঘ্য ৪,৫৯৬ মিটার	দৈর্ঘ্য ৯,১৪১ মিটার

নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদী ও খাল অবাধ সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়তে এলজিইডি দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়কে সেতু নির্মাণ করছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এলজিইডি স্বল্প দৈর্ঘ্যের সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করলেও পরবর্তীতে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শুরু করে, যার মধ্যে ১,৪৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতুও রয়েছে। পানির স্বাভাবিক প্রবাহ ও নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে হরাইজন্টাল ও ভার্টিকাল ক্লিয়ারেন্স বজায় রেখে সেতুগুলো নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ১০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল সমীক্ষা করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডি মোট ২৩৭টি সেতু নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে দীর্ঘ সেতুর (≥১০০ মিটার) সংখ্যা ১৬টি এবং ১০০ মিটারের নীচে সেতুর সংখ্যা ২২১টি।

সড়ক, সেতু ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ

মোট রক্ষণাবেক্ষণ ১৬,৪২০ কি.মি. এবং মেরামত ২,০৪০ মি.

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ		সেতু ও কালভার্ট
নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ১০,৩৯০ কি.মি.	সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ ৬,০৩০ কি.মি.	মেরামত ২,০৪০ মিটার

সারাবছর সড়কে মসৃণ যান চলাচলের জন্য সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। ডিজাইন পর্যায়ে প্রতিটি অবকাঠামোর ডিজাইন লাইফ নির্ধারণ করা হয়। অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব ডিজাইন লাইফ পর্যন্ত বজায় রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত ও সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণ।

এলজিইডি নির্মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরের শুরুতে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজস্ব বাজেটের আওতায় সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি প্রতিবছর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ১৬,৪২০ কি.মি. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২,০৪০ মিটার সেতু কালভার্ট মেরামত করা হয়েছে।

গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন

মোট ১২০টি

গ্রোথ সেন্টার ৯টি	হাটবাজার ১১১টি

গ্রামীণ অর্থনীতির মূল সঞ্চালন কেন্দ্র গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি ও অকৃষি পণ্য বিপণনের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এলজিইডি সারাদেশে গ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন করছে। এসব হাটবাজারে স্থানীয় কৃষক এবং পণ্য উৎপাদনকারীগণ অনায়াসে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করতে পারছেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৯টি গ্রোথ সেন্টার ও ১১১টি গ্রামীণ হাটবাজার উন্নয়ন করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ

৪৫টি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে একই ছাদের নিচ থেকে 'ওয়ানস্টপ সার্ভিস' সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের সবগুলো (৪,৫৭৯টি) ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কমপ্লেক্সে ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার অফিস স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের টাইপ ডিজাইন অনুমোদন করেন। প্রতিটি কমপ্লেক্স ভবনে আইসিটি কক্ষ, অপেক্ষাগার, সভাকক্ষ, নারী সদস্যদের জন্য পৃথক টয়লেট সুবিধাসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার সকল সুবিধা সন্নিবেশ করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪৫টি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণসহ মোট ৩,৪১৬টি ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১,১৬৩টি ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।

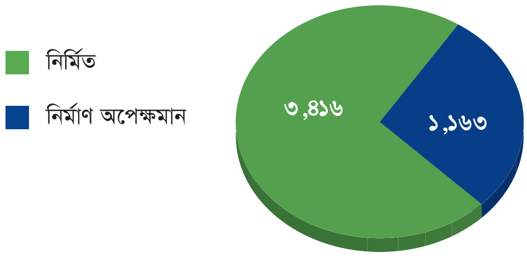

চিত্র-৪.২: ইউপি কমপ্লেক্সের সংখ্যা

ছক-৪.২: ইউপি কমপ্লেক্স নির্মাণের বর্তমান অবস্থা

ক্রমিক নং	প্রকল্প	নির্মিত ইউপি কমপ্লেক্সের সংখ্যা
১	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (প্রথম পর্যায়)	১,৪৬৪
২	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (দ্বিতীয় পর্যায়)	৯৯৩
৩	এলজিইডির অন্যান্য প্রকল্প ও জেলা পরিষদ	৯৫৯
	মোট	৩,৪১৬

উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ

৪০টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ/সম্প্রসারণ

অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নবসৃষ্ট ৩০টি উপজেলায় ৪০ হাজার বর্গফুট আয়তনের অফিস স্পেসের সংস্থান করা হলেও অবশিষ্ট ৪৫৯টি উপজেলায় এই সুবিধা ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে ২৩৩টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আধুনিক নকশা সম্বলিত ৬ তলা বিশিষ্ট ৪ তলার প্রতিটি প্রশাসনিক ভবনের মোট আয়তন ১৭ হাজার বর্গফুট। বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী ৪ হাজার বর্গফুটের পৃথক একটি হলরুম নির্মাণ করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি ভবনে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৪০টি উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

সামাজিক অবকাঠামো

সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন ২,৭৪৮টি

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সবধর্মের মানুষ এখানে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত বাঙালি একে অন্যের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। ধর্মীয় মেলবন্ধনের এই দৃষ্টান্তকে অক্ষুণ্ন রাখতে এলজিইডি মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশানঘাট ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ২,৭৪৮টি সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে।

বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার

সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ- ১১০টি

সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে উপকূলীয় জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। ইতোপূর্বে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশের উপকূলীয় ৯টি জেলায় ৫৫৬টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৪৫০টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে 'বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প' বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়কেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ১৮২ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ও ৬৫৬ মিটার সেতু/কালভার্ট নির্মাণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে রয়েছে প্রসূতি ও নবজাতকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সৌরবিদ্যুতের সংস্থান। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক সাইক্লোন শেল্টারগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে স্থানীয় জনসাধারণের গবাদিপশু ও অন্যান্য সম্পদ সুরক্ষাসহ বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধা যেমন- সামাজিক অনুষ্ঠান ও টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ১১০টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগণের দুর্যোগকালে জীবন রক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের অর্থিক সহায়তায় জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (ইএমসিআরপি) এর মাধ্যমে ২৩টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করবে। এরমধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৫টি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ

৭২টি

বাংলাদেশ নদ-নদীর দেশ। নদী তীরে প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে জনবসতি, হাটবাজার, কলকারখানা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। যখন এদেশের সড়ক যোগাযোগ তেমন মজবুত ছিল না তখন নদীই ছিল মানুষের যাতায়াতের অন্যতম প্রধানপথ। বর্তমানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে সাশ্রয়ী হওয়ায় পল্লি এলাকার অনেকেই পণ্য পরিবহনে নদীপথ ব্যবহার করে। এই বাস্তবতায় নদী তীরবর্তী গ্রামীণ হাটবাজার ও গ্রোথ সেন্টারে পাকা ঘাট নির্মাণ করছে এলজিইডি। পণ্য উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও নৌপথে চলাচলকারীদের নৌযানে ওঠানামা নিরাপদ ও সহজ করতে এসব ঘাট নির্মাণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ৭২টি ল্যান্ডিংঘাট নির্মাণ করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা

রোপিত চারা ২,১০,৯৩১টি

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের বিকল্প নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রকল্প গ্রহণের সময় প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ এবং অধিকহারে গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এলজিইডি সড়কের পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট ২,১০,৯৩১টি চারা রোপণ করা হয়েছে।

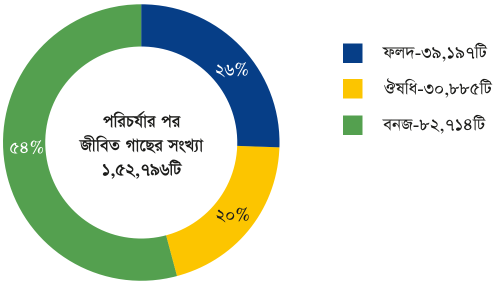

চিত্র-৪.৩: জীবিত গাছের সংখ্যা

নগর উন্নয়ন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন

পৌরসভার সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য পৌরবাসীকে নাগরিক সুবিধা দেওয়া। নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দে চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট, ফুটপাত নির্মাণ ও সংস্কার; শহরের জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখা; শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রাতে নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতির ব্যবস্থা– এই ৪টি সুবিধা প্রদান পৌরসভার মূল দায়িত্ব। এছাড়াও পৌরসভা নাগরিকদের জন্য অন্যান্য সুবিধা সম্প্রসারণ করে থাকে, যার মধ্যে অন্যতম চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক নির্মাণ ও সুপেয় পানি সরবরাহ।

বর্তমানে বাংলাদেশে পৌরসভার সংখ্যা ৩২৯টি। নানা কারণে বাংলাদেশের পৌরসভারগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী নয়। পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতা ও অপরিকল্পিত নগরায়ণ জনগণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। এই প্রেক্ষাপটে পৌরসভার অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দক্ষতা বাড়াতে এলজিইডি দেশের পৌরসভাগুলোকে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভায় যেসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তার অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো-

সড়ক উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ফুটপাত নির্মাণ

সড়ক উন্নয়ন	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	ফুটপাত নির্মাণ
৯৯১.২৫ কি.মি.	৩.২০ কি.মি.	১২০.৮৩ কি.মি.

দেশের সকল জনপদে নাগরিক সেবার অন্যতম চাহিদা উন্নত সড়ক ব্যবস্থা। দেশের সকল পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বাদে) এই চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি পরিকল্পিতভাবে সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। একই সঙ্গে পথচারীদের চলাচলের সুবিধার জন্য ফুটপাত নির্মাণ করা হয়। প্রশস্ত সড়কের মাঝে সড়ক বিভাজক নির্মাণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ করা হয়ে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নগর জনপদে মোট ৯৯১.২৫ কি.মি. সড়ক উন্নয়ন, ৩.২০ কি.মি. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ১২০.৮৩ কি.মি. ফুটপাত নির্মাণ করা হয়েছে।

বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ

৩টি

আন্তঃজেলা ও বিভিন্ন স্থানে দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দে যাতায়াতের জন্য নাগরিকদের গণপরিবহনের ওপর নির্ভর করতে হয়। এছাড়াও নগরে পণ্য পরিবহনের জন্য ট্রাক এক গুরুত্বপূর্ণ বাহন। একটি আদর্শ নগরের জন্য দরকার সমন্বিত সুশৃঙ্খল পরিবহন ব্যবস্থা, যার অন্যতম অনুষঙ্গ বাস ও ট্রাক টার্মিনাল। পৌরসভা পর্যায়ে বাস টার্মিনাল না থাকায় সড়কের পাশে বাসের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষা করতে হয়, যা একদিকে যেমন ঝুঁকিপূর্ণ অন্যদিকে বৃষ্টি-বাদলের সময় যাত্রীদের পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। বাসে ওঠাতে-নামাতে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটে। অপরদিকে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পণ্য পরিবহনে ট্রাক ব্যবহৃত হয়। পণ্য খালাস করার পরে ট্রাকের চালকদের বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে। এসময় ট্রাক নিরাপদে রাখার জন্য পৌর ট্রাক টার্মিনাল অপরিহার্য, যাতে সড়কের যানজটের সৃষ্টি না হয়। এই প্রেক্ষাপটে যাত্রীদের যাতায়াত নিরাপদ, আরামদায়ক ও নির্বিঘ্ন করতে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভায় বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করছে।

ড্রেন

ড্রেন নির্মাণ ৩৯৩.০৬ কিলোমিটার

জলাবদ্ধতা নগরের একটি বড় সমস্যা। অপর্যাপ্ত ও অপরিকল্পিত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে অল্পবৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। নাগরিকদের পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। অপচয় হয় মূল্যবান সময় ও অর্থের। একই সঙ্গে জলাবদ্ধতা সড়কের ব্যাপক ক্ষতি করে, ফলে সড়ক রক্ষণবেক্ষণ ব্যয়ও বেড়ে যায়। এই বাস্তবতায় নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নগরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নে ড্রেন নির্মাণ করে থাকে। এসব ড্রেনের ওপরে পথচারী চলাচলের জন্য ফুটপাতও নির্মাণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারাদেশের বিভিন্ন শহরে মোট ৩৯৩.০৬ কি.মি. ড্রেন নির্মাণ করা হয়।

সেতু/কালভার্ট

৩,৮৫৭ মিটার

বাংলাদেশে অনেক পৌরসভা আছে, যেগুলোর ভেতর দিয়ে নদী বা খাল প্রবাহিত। এসব প্রবাহমান জলাধার পৌরবাসীর যাতায়াত ব্যবস্থাকে ব্যাহত করলেও পৌর এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে নদী বা খালের প্রবাহ সচল রাখার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া পরিবেশ সুরক্ষার জন্যও এসব জলাধার সংরক্ষণ প্রয়োজন। তাই পৌর এলাকার ভেতরে অবস্থিত নদী ও খাল বাঁচিয়ে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী সেতু বা কালভার্ট নির্মাণ করে থাকে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সারাদেশে মোট ৩,৮৫৭ মিটার সেতু নির্মাণ করা হয়েছে।

কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ছক-৪.৩: বর্জ্য ব্যপস্থাপনা

ক্রমিক নং	অঙ্গ	সংখ্যা
১	ভ্যাকুট্যাগ	৫১টি
২	ডাম্পট্রাক	৫১টি
৩	ডাস্টবিন	২৯০টি
৪	এক্সক্যাভেটর	২৬টি

নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কঠিনবর্জ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। বাসাবাড়ির বর্জ্য ও নগরের কঠিন বর্জ্য অপসারণে পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি, দক্ষ জনবল ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাব পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। নগরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে সহায়তা দিচ্ছে এলজিইডি। এর আওতায় রয়েছে ডাম্পিংগ্রাউন্ড, সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন, ফিক্যাল স্ল্যাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ইত্যাদি নির্মাণ। বর্জ্য অপসারণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে এলজিইডি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ডাস্টবিন। যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে ডাস্টবিনে তা ফেলে নগর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব। এলজিইডি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে ডাস্টবিন স্থাপন করছে।

সড়কবাতি

সড়কবাতি স্থাপন ৪,৪০০টি

নাগরিক সুবিধা প্রদানে পৌরসভার ৪টি গুরুত্বপূর্ণ সেবার একটি পৌর এলাকায় সড়কবাতি স্থাপন। রাতে নাগরিকদের নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতি অপরিহার্য। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার যেসব সড়ক উন্নয়ন করে থাকে, সেসব সড়কের মধ্যে বাতিবিহীন সড়কে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সড়কবাতি স্থাপন করা হয়। এতে রাতের বেলা নাগরিকদের চলাচল নিরাপদ হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন শহরে মোট ৪,৪০০টি সড়কবাতি স্থাপন করা হয়েছে।

পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন

পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ ৭৫টি

নগর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং জনগণের জরুরি চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন পাবলিক টয়লেট। এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের শহর এলাকায় পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট না থাকায় নগরবাসীকে প্রায়শই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এছাড়া নগরের বস্তিগুলোতেও রয়েছে তীব্র ল্যাট্রিন সমস্যা। এই প্রেক্ষাপটে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত নগর গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলজিইডি বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে আসছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডি বিভিন্ন শহরে ৭৫টি পাবলিক টয়লেট ও কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ করে।

কিচেন/মাল্টি-পারপাস মার্কেট

মোট ১৭টি

কিচেন মার্কেট ১৩টি | **মাল্টি-পারপাস মার্কেট ৪টি**

নগরবাসীর প্রাত্যহিক বাজার-ঘাটের সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে এলজিইডি নগর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পৌরসভায় পরিবেশসম্মত কিচেন মার্কেট নির্মাণ করছে। এসব মার্কেটে তরি-তরকারি ও মাছ-মাংসের জন্য রয়েছে আলাদা ব্যবস্থা। মুদি ও মনোহারি সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থাও রয়েছে কিচেন মার্কেটে।

নগরের আধুনিকায়নের সাথে সাথে বেড়েছে আধুনিক বিপণী বিতানের চাহিদা। এ লক্ষ্যে এলজিইডি পৌরসভায় আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর দৃষ্টিনন্দন মাল্টি-পারপাস মার্কেট নির্মাণ করছে। বহুমুখী সুবিধা সম্বলিত এসকল মার্কেটে থাকছে সকল ধরণের বিপণী বিতানের জন্য কমার্শিয়াল স্পেস; বিয়ে-শাদী, সভা, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের জন্য অডিটোরিয়াম, আইটি সেন্টার, রেস্তোরাঁ। নারী-পুরুষের জন্য আলাদা টয়লেট, নামাজের ঘর, কার পার্কিং ইত্যাদি এছাড়াও কয়েকটি মাল্টি-পারপাস মার্কেটে কাঁচাবাজারেরও ব্যবস্থা থাকছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন শহরে ১৩টি কিচেন মার্কেট এবং ৪টি মাল্টি-পারপাস মার্কেট নির্মাণ করা হয়।

সাইক্লোন শেল্টার

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ একটি দেশ। উপকূলীয় এলাকায় এই ঝুঁকি অনেক বেশি, বিশেষত সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাবে এখন ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা যেমন বেড়েছে, পাশাপাশি প্রায়শ এ ধরণের ঝড় আঘাত হানছে। এই প্রেক্ষাপটে উপকূলবাসীর জানমাল সুরক্ষায় পল্লি এলাকার মতো পৌর এলাকায়ও এলজিইডি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে "উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প" এর আওতাধীন ২টি দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

খাল খনন ও পুনর্খনন

২ কি.মি.

বাংলাদেশের বুকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নদনদী, খাল বিল, জলাশয় ও পুকুর। শহর ও নগরে অধিকাংশ খাল ও জলাশয়গুলোর তলদেশ ময়লা আবর্জনা দ্বারা দিনে দিনে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নাগরিক অসচেতনতার কারণে খালগুলো ভরাট হওয়ায় নগরের ড্রেনগুলো পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যহত হচ্ছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে সৃষ্টি হচ্ছে জলাবদ্ধতা ও নাগরিক ভোগান্তি। তৈরি হচ্ছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং খালগুলো হারাচ্ছে তার পানি ধারণ ক্ষমতা। এই সমস্যা নিরসনে এলজিইডি শহর ও নগর এলাকায় খাল খনন ও পুনর্খনন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভায় ২ কি.মি. খাল পুনর্খনন করা হয়েছে।

কবরস্থান/শ্মশান উন্নয়ন

১১টি

ভারতীয় সীমান্তবর্তী উচুঁ ও পাহাড়ী ঢালে বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা অবস্থিত। তাই আকস্মিক বন্যায় প্রচুর পানি পৌর এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তখন অনেক ক্ষেত্রে কবরস্থানে লাশ দাফনে সমস্যা হয়। সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকার পাহাড়ী অনেক কুকুর-বিড়ালও পৌর এলাকায় চলে এসে কবরস্থানে প্রবেশ করে লাশের ক্ষতি সাধন করে। কবরস্থান গুলোতে গাইড ও বাউন্ডারী ওয়াল না থাকায় প্রায়শই গরু, ছাগল, শেয়াল কুকুর, বিড়াল এর বিচরন দেখা যায়। যা কোন মতেই কাম্য নয়। এছাড়া কিছু দুস্কৃতিকারীরা অনেক ক্ষেত্রে কবরস্থানের জায়গা দখল করে নেয়। বাউন্ডারী ওয়াল না থাকায় কবরস্থানের আশেপার্শ্বে প্লট গুলোতে জনসাধারনের ঘরবাড়ি নির্মানে সমস্যা হচ্ছে ও জনগণ বসবাস করতেও ভয় পাচ্ছে।

তাই এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌর এলাকার ১১টি কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কবরস্থানের ভেতর চলাচলের জন্য রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে, যেন লাশ কবরস্থানের বিভিন্ন স্থানে দাফন করা যায়। যা জনগণের কাছে খুবই প্রশংসিত হয়েছে এবং কবরস্থানের পবিত্রতা রক্ষা পেয়েছে।

বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন

১৮টি

শহরের স্বল্পআয়ের মানুষ সাধারণত বস্তি এলাকায় বসবাস করে। এসব এলাকার পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে বস্তিবাসীর জীবনমান উন্নয়নের অংশ হিসেবে এলজিইডি প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার বস্তি এলাকায় ফুটপাত, ড্রেন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, এরিয়া বাতি, নলকূপ ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির অধিবাসীরা নিজেরাই কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) গঠন করে এসব অবকাঠামো নির্মাণ করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন পৌরসভার ১৮টি বস্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও হস্তান্তর করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৫টি পৌরসভার ২১৩টি বস্তির মধ্যে ৫৩টি বস্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে।

স্বল্পমূল্যের টেকসই আবাসন

এলজিইডির তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ সেক্টর প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)- এর সহায়তায় খাগড়াছড়ি পৌরসভায় দরিদ্র, বাস্তুহীন, অসহায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তাদের জন্য স্বল্পমূল্যে টেকসই আবাসন গড়ে তোলা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪৯টি ভবন নির্মিত হবে, যার মধ্যে ১৫টি দ্বিতল এবং ৩৪টি একতলা ভবন। এসব ভবনে ১২৮টি পরিবার বসবাস করতে পারবে। প্রতি ইউনিটে ২টি বেড রুম, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন ও ১টি টয়লেট থাকবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৪টি একতলা ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং সুবিধাভোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গোপালগঞ্জ পৌরসভায় ৮টি দ্বিতলা স্বল্পমূল্যে টেকসই আবাসন তৈরির পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস

ফ্ল্যাট সংখ্যা ৩৪৫টি

পরিচ্ছন্নকর্মীরা নগর পরিচ্ছন্ন রাখতে কাজ করলেও এদের রয়েছে তীব্র আবাসন সমস্যা। পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জীবন নিশ্চিত করতে এলজিইডি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার দয়াগঞ্জে ৫টি, ধলপুরে ৫টি ও সূত্রাপুরে ৩টি সহ মোট ১৩টি ১০ তলা ভবন নির্মাণ করছে। এসব ভবনে মোট ফ্ল্যাট থাকবে ১,১৫৫টি। ৪৭২ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাটের প্রতিটিতে রয়েছে ২টি শয়ন কক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ১টি টয়লেট ও ২টি বারান্দা। প্রতিটি ভবনে আছে স্টোররুম, ১টি কমিউনিটি হল, লিফট, জেনারেটর, বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা।

বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দয়াগঞ্জে ও ধলপুরে দুটি করে ভবন নির্মাণ শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবন চারটি শুভ উদ্বোধন করেন। ওই চারটি ভবনের ৩৪৫টি ফ্ল্যাট পরিচ্ছন্নকর্মীদের হস্তান্তর করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ধলপুরের অবশিষ্ট ৩টি ভবন নির্মাণ শেষ হয়েছে, যেখানে ২৯০টি ফ্ল্যাট রয়েছে। যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিটি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া সূত্রাপুরে ১৭৫টি ফ্ল্যাটের ফিনিশিং ওয়ার্ক চলছে। এবং দয়াগঞ্জে ৩৪৫টি ফ্ল্যাটের ১০ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই কাজ ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত ব্রিক ওয়ার্ক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৯টি ভবনে ৮১০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন

ওভারহেড ট্যাংক	পাইপ লাইন স্থাপন
২টি	১৫৭.০৬ কি.মি.

সুপেয় পানিপ্রাপ্তি নগরবাসীর নাগরিক অধিকার। পৌরবাসীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে এলজিইডি বিভিন্ন পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নে কাজ করছে। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় ওভারহেড ট্যাঙ্ক নির্মাণ, পাইপলাইন স্থাপন, পুনর্স্থাপন ও মিটার স্থাপন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে উপকূলীয় পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া পৌরসভায় দৈনিক ৪.৫০ মিলিয়ন লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডি বিভিন্ন পৌরসভায় ২টি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ করে।

পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র

পার্ক ৩টি

সুস্বাস্থ্যের জন্য শরীর ও মন প্রফুল্ল রাখা জরুরি। এজন্য প্রয়োজন নির্মল বায়ু সেবন, সকাল অথবা সান্ধ্যকালীন ভ্রমণ। নগরে সবুজঅঞ্চল, পার্ক, বিনোদনকেন্দ্র নগরবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। বসবাসযোগ্য টেকসই নগর গড়তে পার্ক ও সবুজায়ন একটি অগ্রাধিকারমূলক বিষয়। এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শহর এলাকায় পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্র নির্মাণ করছে। নগরবাসীর অবকাশ, বিশ্রাম, বিনোদন ও সুস্বাস্থ্যের জন্য নির্মিত পার্ক ও বিনোদনকেন্দ্রগুলো অবারিত করেছে নতুন দিগন্ত। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডি ৩টি পৌর পার্ক নির্মাণ করে।

কমিউনিটি সেন্টার

৬টি

বিগত কয়েক বছরে উর্ধ্বহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে দেশে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে, বেড়েছে ক্রয় ক্ষমতা। ফলে আধুনিক জীবনের চাহিদাও বেড়েছে।

আমাদের দেশে বিশেষ করে মফস্বল শহরে বিয়ে-সাদীর মতো সামাজিক অনুষ্ঠান একসময় বাসা-বাড়িতেই আয়োজন করা হতো। বড় শহরে এসব অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে কমিউনিটি সেন্টার অথবা হোটেল থাকলেও মাঝারি শহর অর্থাৎ পৌর এলাকায় এই সুবিধা ছিলো না বললেই চলে। বড় শহরের মতো মাঝারি শহরেরও সামাজিক অনুষ্ঠানের পাশিপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা এবং জাতীয় অনুষ্ঠানাদি আয়োজনের লক্ষ্যে এলজিইডি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় পৌরসভায় কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করছে। এসব কমিউনিটি সেন্টার একদিকে যেমন স্থানীয় চাহিদা পূরণ করছে পাশাপাশি পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন শহরে মোট ৬টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অর্জন

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রামসহ বৃহত্তর ফরিদপুরের পাঁচ জেলায় পল্লি অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ৬০টি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ১৯৯৫ থেকে এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। অংশগ্রহণমূলক এসব প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প নির্বাচন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে এর বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপকারভোগী সবাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। তাঁদের নিয়েই পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠিত হয়।

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি, সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন, সমন্বিত কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন, ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজেদের সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে দেশি জাতের হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল-ভেড়া পালন, বসতবাড়িতে সবজি চাষ, লাউ-কুমড়া জাতীয় সবজি উৎপাদন করে একদিকে যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন, অন্যদিকে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে অবদান রাখছেন। কৃষি বিশেষ করে ধান, সবজি ও মৎস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ওপরের সারিতে। এই অর্জনে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এসব প্রকল্পে নদী ও খালের পানি সেচ কাজে ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের ওপর চাপ কমছে, যা সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও এর আওতাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত পানি সম্পদ অবকাঠামো-এর বিবরণ নিম্নরূপ

খাল/পুকুর খনন ও পুনর্খনন

খাল খনন ও পুনর্খনন	পুকুর পুনর্খনন
৮০২.৫০ কিলোমিটার	৩০১ একর

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য খাল-বিল ও হাওর-বাঁওড়। উজান থেকে নেমে আসা পলির কারণে উদ্বেগজনক হারে দেশের খাল, বিল ও প্রাকৃতিক জলাশয় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রতিবেশ ও পরিবেশের ওপর পড়ছে বিরূপ প্রভাব। এতে খাদ্য ও মৎস্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। জলজ সম্পদ আহরণের ওপর পড়ছে নেতিবাচক প্রভাব। ভূ-উপরিস্থ পানির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, এর সুষ্ঠু সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য এলজিইডি নাব্য হারানো খাল ও পুকুর পুনর্খননে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কৃষি উন্নয়নে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচকার্য পরিচালনা এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসব খাল ও পুকুরের অনেক অবদান রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ৮০২.৫০ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনর্খনন এবং ৩০১ একর পুকুর পুনর্খনন করেছে।

বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ

বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ ১৫১.৩৬ কিলোমিটার

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। অতিবৃষ্টি, বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের কারণে অনেক সময় আবাদি জমি ও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য এলজিইডি ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করে থাকে। এসব বাঁধ নির্মাণের ফলে আগাম বন্যা থেকে জমির ফসল রক্ষা পাচ্ছে, যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ১৫১.৩৬ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেছে। বাঁধ মেরামতের কাজ হয়েছে ৮৫.১৫ কিলোমিটার।

রেগুলেটর নির্মাণ ও সংস্কার

নির্মাণ ৫৭টি | সংস্কার ১১৮টি

ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এলজিইডি সারাদেশে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব উপ-প্রকল্পে প্রয়োজন অনুযায়ী রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়। নির্মিত এসব রেগুলেটর উপ-প্রকল্প এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং খরা মৌসুমে সঞ্চিতপানি সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডি সারাদেশে ৫৭টি রেগুলেটর নির্মাণ এবং ১১৮টি সংস্কার করেছে।

আত্মকর্মসংস্থানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ ৩১৭ ব্যাচ | অংশগ্রহণকারী - ৭,০৮০ জন নারী-৩,৭৮৬; পুরুষ-৩,২৯৪

প্রতিটি পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়। সমবায় পদ্ধতিতে এসব সমিতি পরিচালিত হয়। সমিতির সদস্যগণ সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। অনেক সদস্য সঞ্চয়কৃত অর্থ থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে আয়বর্ধনমূলক কাজ করছেন। এ কাজে দক্ষতা বাড়াতে সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, মৎস্যচাষ, বাড়ির আঙিনায় সবজিচাষ, কুটিরশিল্প, টেইলারিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক সদস্য বিশেষ করে নারী সদস্যরা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৩১৭টি ব্যাচে ৩,৭৮৬ জন নারী এবং ৩,২৯৪ জন পুরুষকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ ও সংস্কার

সম্প্রসারণ/অতিরিক্ত উন্নয়ন: ৬৮টি উপ-প্রকল্প ২৪,৪১৫ হেক্টর, সংস্কার: ৪৫২টি (রাজস্ব বাজেট)

১৯৯৫ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এলজিইডি সারাদেশে ১,১১৯টি উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। এসব উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রতিবছর উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন অবকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজন হয়। রাজস্ব বাজেটের আওতায় স্বল্পপরিসরে এসব অবকাঠামো সংস্কার করা হয়ে থাকে। একইসঙ্গে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উপ-প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৬৮টি উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ, ২২টি নতুন প্রকল্প উন্নয়ন এবং ৪৫২টি সংস্কার করা হয়। রেগুলেটর, ওয়াটার রিটেনশন স্ট্রাকচার ৬৬টি ও পাবসস অফিস মেরামতের কাজ হয়েছে ৩৬টি।

গত ১২ বছরে এলজিইডির অর্জন

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত গত এগারো বছরে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডির অর্জন বিগত কয়েক দশকের কাছাকাছি। এ অর্জন সম্ভব হয়েছে সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উন্নয়ন লক্ষ্য, সমন্বিত পরিকল্পনা ও গৃহীত কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে। বাংলাদেশ অগ্রগতির সকল সূচকে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। এ অর্জনে দেশব্যাপী গড়ে তোলা পল্লি ভৌত অবকাঠামোর ব্যাপক অবদান রয়েছে।

২০১৬ সালে বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামীণ যোগাযোগ সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ৮৬.৭ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতকরা ৮৬.৭ ভাগ সর্বোচ্চ দুকিলোমিটার বা ত্রিশ মিনিট হাঁটার পর যে কোনো পাকা সড়কে উঠতে পারে।

এলজিইডি নির্মিত সড়ক, সেতু, কালভার্ট আজ পল্লি এলাকার সামগ্রিক চিত্র পাল্টে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অনুসৃত পল্লি উন্নয়ন ভাবনার আদলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নয়নের ফলে দেশে দারিদ্র্যের হার বিশেষ করে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর মার্চ-জুন ২০১৭-এ প্রকাশিত 'বাংলাদেশ এক্সপিরিয়েন্স ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট: দ্য সাক্সেস এ্যান্ড ফেইলিওর অব দ্য ভেরিয়াস মডেল ইউজড' শীর্ষক এক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয় সাম্প্রতিক সময়ে পল্লি উন্নয়নে যে ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে লক্ষণীয় হচ্ছে পল্লি উন্নয়ন ধারণা এখন বহুমুখীতা (মাল্টি-ডাইমেনশনাল) থেকে বহুখাত (মাল্টি-সেক্টরাল) ভিত্তিক হচ্ছে এবং পল্লি উন্নয়ন খাতে এলজিইডি অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এলজিইডি গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নগর স্থানীয় সরকার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জনসেবার মান বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে দেশের কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এসব কার্যক্রম দারিদ্র্য হ্রাসসহ জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

গত বারো বছরে এলজিইডির অর্জিত সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হলো:

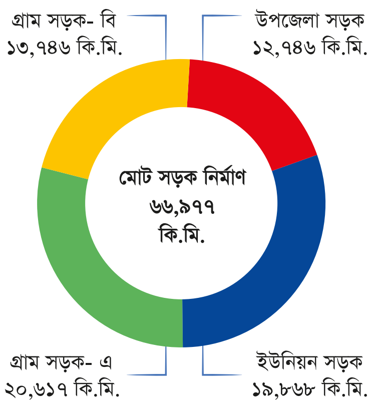

চিত্র-৪.৪: সড়ক নির্মাণ

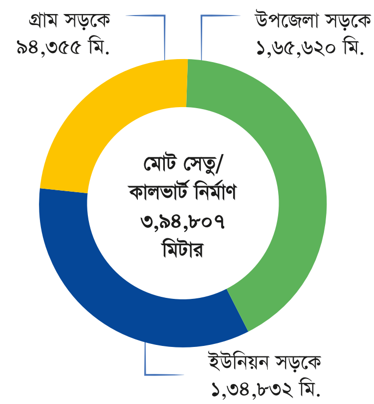

চিত্র-৪.৫: সেতু/কালভার্ট নির্মাণ

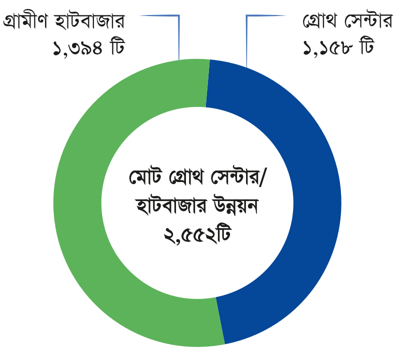

চিত্র-৪.৬: গ্রোথ সেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন

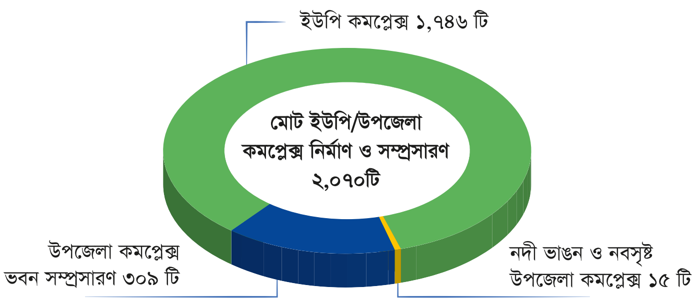

চিত্র-৪.৭: ইউপি/উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

ছক-৪.৪: অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ

অন্যান্য অবকাঠামো	বিগত বারো বছরের অর্জন
মহিলা মার্কেট সেকশন	৯২টি
পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প	৬২৬টি; ৩,৬৬,৯৮৬ হেক্টর
সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	১,০৬৬ টি
বৃক্ষরোপণ	৬,৪৬৯ কি.মি.

অধ্যায়-০৫

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন

শুভ উদ্বোধন ৪০

যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় সড়ক ও জনপথের যশোর-খুলনা সড়কের ভাঙ্গাগেট (বাদামতলা) থেকে আমতলা জিসি ভায়া মরিচা, নাউলী বাজার সড়কে ভৈরব নদীর ওপর ৭০২.৫৫ মিটার দীর্ঘ সেতু, ৪১

মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলাধীন মধুমতি নদীর ওপর এলাংখালী ঘাটে ৬০০.৭০ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা সেতু' এবং ৪২

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন মুড়াপাড়া ফেরিঘাট সড়কে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ১০,০০০ মিটার চেইনেজে ৫৭৬.২১৪ মিটার দীর্ঘ 'বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক) সেতু'। ৪৩

শুভ উদ্বোধন

শুভ উদ্বোধন করেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৭ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, ২২ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবহন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি দেশব্যাপী সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। এসব সড়কে যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে সড়কের অ্যালাইনমেন্টে অবস্থিত খাল ও নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হয়ে থাকে। দেশব্যাপী গ্রামীণ সড়কে এলজিইডি ১,৫০০ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করে। নির্মিত এসব সড়ক অবকাঠামো দেশের সার্বিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করছে। গড়ে তুলছে শক্তিশালী সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা উন্নত দেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এলজিইডি ইতোমধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সফলতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৃহৎ সেতু নির্মাণ সম্পন্ন করেছে এবং এ ধরণের আরও বৃহৎ সেতু নির্মাণ কাজ চলছে। এলজিইডির আওতাধীন সকল গ্রামীণ সড়ক একটি অভিন্ন নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে আগামীতে আরও দীর্ঘ সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এলজিইডির উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় তিনটি সেতু নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সেতু তিনটি হলো-

- যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় সড়ক ও জনপথের যশোর-খুলনা সড়কের ভাঙ্গাগেট (বাদামতলা) থেকে আমতলা জিসি ভায়া মরিচা, নাউলী বাজার সড়কে ভৈরব নদীর ওপর ৭০২.৫৫ মিটার দীর্ঘ সেতু,
- মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলাধীন মধুমতি নদীর ওপর এলাংখালী ঘাটে ৬০০.৭০ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা সেতু' এবং
- নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন মুড়াপাড়া ফেরিঘাট রাস্তায় শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ১০,০০০ মিটার চেইনেজে ৫৭৬.২১৪ মিটার দীর্ঘ 'বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক) সেতু'।

গত ২২ নভেম্বর ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উল্লিখিত সেতু তিনটির শুভ উদ্বোধন করেন।

যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় সড়ক ও জনপথের যশোর-খুলনা সড়কের ভাঙ্গাগেট (বাদামতলা) থেকে আমতলা জিসি ভায়া মরিচা, নাউলী বাজার সড়কে ভৈরব নদীর ওপর ৭০২.৫৫ মিটার দীর্ঘ সেতু

পটভূমি

যশোর জেলার অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক এলাকা অভয় নগর উপজেলা। এ উপজেলার বুক চিরে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদী অভয়নগরকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। এ নদীর পূর্ব পাড়ে ৪টি ইউনিয়ন এবং পশ্চিম পাড়ে ৪টি ইউনিয়ন ও নওয়াপাড়া পৌরসভা অবস্থিত। নদীর পূর্ব পাড়ে বসবাসকারী উপজেলার প্রায় অর্ধেক অধিবাসীর প্রশাসনিক সেবা গ্রহণ এবং যশোর ও খুলনা যাতায়াতের ক্ষেত্রে নদী পার হওয়ার বিড়ম্বনায় পড়তে হতো।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এলজিইডির উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতুনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় 'যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলায় যশোর খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গাগেট থেকে নাউলী বাজার সড়কে ভৈরব নদীর ওপর ৭০২.৫৫ মিটার দীর্ঘ সেতু' নির্মাণ করা হয়।

সেতু নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুবিধা

- সেতুটি নির্মাণের ফলে নদীর দু'পাড়ে অবস্থিত উপজেলার সবগুলো ইউনিয়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং উভয়পাড়ের মানুষের স্বল্পসময়ে সহজ যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কৃষিপণ্য পরিবহন ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতি সঞ্চারিত করেছে
- সেতুটি নড়াইলের কালিয়া এবং যশোরের অভয়নগর উপজেলার সরাসরি সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে প্রায় ২৫ কি.মি. হ্রাস দূরত্ব পেয়েছে
- সেতুটি যশোরকে বিকল্প পথ ভাটিয়াপাড়া হয়ে গোপালগঞ্জ, টুঙ্গিপাড়া ও পদ্মা সেতুর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে
- সেতুটি অভয়নগর নদীবন্দরের কার্যক্রম নদীর পূর্বপাড়ে সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি করেছে
- সেতুটি যশোর-খুলনা মহাসড়কের সঙ্গে নড়াইল জেলার সংযোগের মাধ্যমে নড়াইলবাসির বেনাপোল স্থলবন্দরে যোগাযোগ সহজ করেছে
- সেতুটি নদীর উভয়পাড়ের পর্যটন, কর্মসংস্থানের সুযোগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় আধুনিক নগরসেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সেতুর তথ্যকণিকা

প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
অর্থায়ন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মোট ব্যয় : ৯২ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা
সেতু নির্মাণ : ৮৫ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা
ভূমি অধিগ্রহণ : ৭ কোটি ৪ লক্ষ টাকা

সেতুর উল্লেখযোগ্য প্রকৌশলগত বৈশিষ্ট্য

সেতুর ধরন : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু
দৈর্ঘ্য : ৭০২.৫৫ মিটার
প্রস্থ : ৮.১০ মি. (ক্যারিজ-ওয়ে ৬.১০ মি., উভয়পার্শ্বে ফুটপাত ০.৭৫ মি.)
সাব-স্ট্রাকচার : পাইল ১৮৪টি, পিয়ার ১৫টি, অ্যাবাটমেন্ট ২টি
সুপার স্ট্রাকচার : মোট স্প্যান সংখ্যা ১৬টি
মোট ভূমি অধিগ্রহণ : ৪.৪৯২ একর
নৌযান চলাচল উচ্চতা : সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ১২ মিটার
প্রটেকশনসহ এ্যাপ্রোচ সড়ক : পূর্বে ২,৬০০ মি. ও পশ্চিম প্রান্তে ৩৪৮ মি.
রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন।

মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলাধীন মধুমতি নদীর ওপর এলাংখালী ঘাটে ৬০০.৭০ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা সেতু'

পটভূমি

নদীর নাম মধুমতি। এ নদীর তীর ঘেঁষে কালের স্বাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দি প্রাচীন জনপদ রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী খ্যাত মহম্মদপুর উপজেলা। মাগুরা জেলার এই উপজেলায় প্রায় দু'লক্ষ লোকের বাস। পার্শ্ববর্তী ফরিদপুর, রাজবাড়ি ও গোপালগঞ্জ জেলা এবং রাজধানী ঢাকার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মধুমতি নদী ছিলো একটি বড় বাধা। এই জনপদের মানুষদের উল্টোপথে মাগুরা সদর হয়ে এসব গন্তব্যে যাতায়াত করতে হতো। মধুমতি নদীর ওপর একটি সেতুর চাহিদা ছিল দীর্ঘদিনের। এই পরিপ্রেক্ষিতে এলজিইডির 'উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার মধুমতি নদীর ওপর এলাংখালী ঘাটে ৬০০.৭০ মিটার দীর্ঘ 'শেখ হাসিনা সেতু' নির্মিত হয়েছে।

সেতু নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুবিধা

- সেতুটি মাগুরা জেলার মহম্মদপুরের সঙ্গে পূর্ব দিকে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা এবং গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি উপজেলার ভাটিয়াপাড়া হয়ে পদ্মাসেতুকে সংযুক্ত করবে। ফলে মহম্মদপুর উপজেলা ও ঢাকার মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৯৮ কি.মি. হ্রাস পাবে এবং অন্যদিকে ফরিদপুর জেলার মধুখালী হয়ে দৌলতদিয়া ঘাট পর্যন্ত সড়ক ব্যবহারকারীদের ঢাকার সঙ্গে প্রায় ৮০ কি.মি. দূরত্ব হ্রাস পাবে
- এছাড়াও সেতুটি ব্যবহার করে মহম্মদপুর থেকে পার্শ্ববর্তী শালিখা উপজেলা এবং নড়াইল জেলার লোহাগড়া ও যশোরের বাঘারপাড়া এলাকার জনসাধারণ সহজেই রাজবাড়ি, ফরিদপুর ও ঢাকায় যাতায়াত করতে পারবে
- সেতুটি সংশ্লিষ্ট এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিপণ্য পরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সঞ্চার করবে
- সেতুটি এলাকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যসেবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- এছাড়াও সরকারের প্রশাসনিক সেবা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কর্মকাণ্ডেও গতি আসবে এবং এলাকার মানুষ সরকারি সেবাসমূহ সহজেই লাভ করতে পারবে।

সেতুর তথ্যকণিকা

প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প
অর্থায়ন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মোট ব্যয় : ৬৩ কোটি ৩১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা
সেতু নির্মাণ : ৫৯ কোটি ৯০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা
ভূমি অধিগ্রহণ : ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা

সেতুর উল্লেখযোগ্য প্রকৌশলগত বৈশিষ্ট্য

সেতুর ধরন : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু
দৈর্ঘ্য : ৬০০.৭০ মিটার
প্রস্থ : ৯.৮০ মি. (ক্যারিজ-ওয়ে ৭.৩০ মি., উভয়পার্শ্বে ফুটপাত ১.২৫ মি.)
সাব-স্ট্রাকচার : পাইল ১৫০টি, পিয়ার ১৪টি, অ্যাবাটমেন্ট ২টি
সুপার স্ট্রাকচার : মোট স্প্যান সংখ্যা ১৫টি
মোট ভূমি অধিগ্রহণ : ২.৯২৭ একর
নৌযান চলাচল উচ্চতা : সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ৭.৬৮ মিটার
প্রটেকশনসহ এ্যাপ্রোচ সড়ক : পূর্বে ৪৬৬ ও পশ্চিম প্রান্তে ৭১০ মি.
রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন।

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন মুড়াপাড়া ফেরিঘাট সড়কে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ১০,০০০ মিটার চেইনেজে ৫৭৬.২১৪ মিটার দীর্ঘ 'বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক) সেতু'

পটভূমি

রাজধানী ঢাকার পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা রূপগঞ্জ । এ উপজেলার বুক চিরে বয়ে গেছে শীতলক্ষ্যা নদী। নদীটি রূপগঞ্জ উপজেলাকে প্রায় সমান দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। নদীর পূর্ব পাড়ে ৪টি ইউনিয়ন এবং তাড়াবো ও কাঞ্চন– এ দুটি পৌরসভার অবস্থান। পশ্চিম পাড়ে তিনটি ইউনিয়ন অবস্থিত। এই পাড়ে ঢাকা মহানগরীর পূর্বাচল ও জলসিঁড়ি আবাসিক প্রকল্পের অবস্থান। নদীর পূর্ব পাড়ে রূপগঞ্জ উপজেলা পরিষদ এবং পশ্চিম পাড়ে পুলিশ স্টেশন, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, সাবরেজিষ্টারের অফিসসহ রয়েছে অন্যান্য সরকারি সংস্থার কার্যালয়। ফলে স্থানীয় জনসাধারণকে সরকারি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিদিন নদী পার হয়ে যাতায়াত করতে হতো।

এমনই প্রেক্ষাপটে এলজিইডির উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন মুড়াপাড়া ফেরিঘাটে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৫৭৬.২১৪ মিটার দীর্ঘ 'বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক) সেতু' নির্মাণ করা হয়েছে।

সেতু নির্মাণের ফলে সৃষ্ট সুবিধা

- সেতুটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী জামদানী শিল্পসহ নদীর দুপাড়ে অবস্থিত শিল্প কারখানায় উৎপাদিত মালামাল পরিবহনে ঢাকার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগের দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার হ্রাস করবে
- সেতুটি ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেট অভিমুখী যান চলাচলের বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহৃত হবে
- সেতুটি ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সঞ্চারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসারের এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে
- পরশী গ্রোথসেন্টার, রূপগঞ্জ, কায়েতপাড়া ও ডেমরা সড়কের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে সেতুটি ঢাকা-সিলেট হাইওয়ে এবং ঢাকা ইস্টার্নজোন এর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবে
- সেতুটি রূপগঞ্জ উপজেলার দু-অংশের মধ্যে যেমন সংযোগ স্থাপন করেছে, তেমনই পাশাপাশি উপজেলার প্রশাসনিক কার্যক্রমের মধ্যে ভৌগলিক দূরত্বের বাধা দূর করেছে।

সেতুর তথ্যকণিকা

প্রকল্পের নাম : উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প

অর্থায়ন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোট ব্যয় : ৮৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা

সেতু নির্মাণ : ৭৫ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা

ভূমি অধিগ্রহণ : ৯ কোটি ৩৫ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা

সেতুর উল্লেখযোগ্য প্রকৌশলগত বৈশিষ্ট্য

সেতুর ধরন : প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট ও আরসিসি বক্স গার্ডার সেতু

দৈর্ঘ্য : ৫৭৬.২১৪ মিটার

প্রস্থ : ৯.৬০ মি. (ক্যারিজ-ওয়ে ৭.৩০ মি., উভয়পার্শ্বে ফুটপাত ১.১৫ মি.)

সাব-স্ট্রাকচার : পাইল ১৭৯টি, পিয়ার ১৩টি, অ্যাবাটমেন্ট ২টি

সুপার স্ট্রাকচার : মোট স্প্যান সংখ্যা ১৪টি

মোট ভূমি অধিগ্রহণ : ১.৬৫১৮ একর

নৌযান চলাচল উচ্চতা : সর্বোচ্চ বন্যাসীমা থেকে ১২.২০ মিটার

প্রটেকশনসহ এ্যাপ্রোচ সড়ক : পূর্বে ৪৫০ ও পশ্চিম প্রান্তে ৩০০ মি.

রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্য সেতুতে বৈদ্যুতিক বাতি স্থাপন।